দৈনিক ইত্তেফাক

078

তারিখ 17 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

যশোর বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার এতো কম কেন ?

॥ ফরাজী আজমল হোসেন ॥

যশোর, ১৬ই নভেম্বর—যশোর বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার এত কম কেন ? অন্যান্য বোর্ডের পাসের হারের সাথে তুলনা করিয়াই এ প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। বোর্ড 'অহেতুক কড়াকড়ি' করায় কোন কোন মহল রুষ্ট হইয়া বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ভর্ৎসনাও করিয়াছে। এ ব্যাপারে (শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

খোঁজ-খবর লইয়া জানা গিয়াছে যে, পূর্ব গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের জন্য নয়, গণ-টোকাটুকি কঠোর হস্তে দমন করার কারণেই পরীক্ষার্থীরা পাইকারী হারে অকৃতকার্য (২য় পৃঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

হইয়াছে। উপজেলা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলিতে কড়াকড়ি আরোপ করার কারণে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী নকল করিতে পারে নাই। শহরের কেন্দ্রগুলিতে এ বছর অপেক্ষাকৃত সুযোগ বেশী ছিল। ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কেন্দ্রে গণটোকাটুকির পুরাতন ট্রাডিশন বহাল থাকায় এবারও পাসের হার অন্যান্য বছরের মতোই।

যশোর বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় ৬৫ হাজার ৬ শত ৫৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৮ হাজার ৯ শত ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে পাস করিয়াছে মাত্র দেড় হাজার পরীক্ষার্থী। অবশিষ্টের মধ্যে ১০ হাজার ৬ শত ৭৩ জন দ্বিতীয় এবং ৬ হাজার ৭ শত ৮ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়াছে। সদ্য প্রকাশিত ফলাফলে উক্ত পরীক্ষায় পাসের হার ২৮ দশমিক ৭৯ ভাগ। পূর্ববর্তী বৎসরে এই বোর্ডের একই পরীক্ষায় পাসের হার ছিল শতকরা ৪৯ দশমিক ৮৫।

এবারের এইচএস সি পরীক্ষায় জেলাওয়ারী পাসের হার নিম্নরূপঃ যশোর-২৯ দশমিক ৭২, মাগুরা-২২ দশমিক ৬৮, নড়াইল-২২ দশমিক ৩০, ঝিনাইদহ-২৯ দশমিক ৬১, কুষ্টিয়া-১৮ দশমিক ৫, চুয়াডাঙ্গা-৪ দশমিক ৮৭, মেহেরপুর-২৪ দশমিক ৮০, বরিশাল-৩৪ দশমিক ৩, পিরোজপুর-১৫ দশমিক ২৭, ঝালকাঠি-৪২ দশমিক ৫২, ভোলা-২৯ দশমিক ৯৫, পটুয়াখালী-১১ দশমিক ৩৫, বরগুনা-২২ দশমিক ৩৪, খুলনা-৪৫ দশমিক ৯৭, বাগেরহাট-৩৪ দশমিক ৪২ এবং সাতক্ষীরা ৩৮ দশমিক ১৫।

উল্লেখ্য, এবার যশোর শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার দেশের অপর তিনটি বোর্ডের পাসের হার অপেক্ষা কম। একযোগে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, এবার ঢাকা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষায় ৫৭ দশমিক ৭৫, কুমিল্লা বোর্ডে ৫১ দশমিক ৭০ এবং রাজশাহী বোর্ডে ৩৪ দশমিক ৬২ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করিয়াছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার হ্রাসের কারণ সম্পর্কে বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর গাজী আবদুস সালাম জানান, এবার পরীক্ষায় গণটোকাটুকি রোধে কড়াকড়ি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষার মান উন্নততর করার লক্ষ্যে গৃহীত উক্ত পদক্ষেপের আওতায় পরীক্ষা শুরুর পূর্বে নকলের আখড়া হিসাবে পরিচিত খুলনা বিভাগের ২৪টি কলেজের প্রতি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন সম্পর্কে সতর্কতামূলক নির্দেশ জারি করা হয়। ইহাছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ আকস্মিক পরিদর্শনের জন্য ১৪টি বিশেষ পরিদর্শক দল গঠন করা হয়। ফলে এবারের পরীক্ষায় দুর্নীতি বহুলাংশে হ্রাস পায়।

তিনি জানান, পরীক্ষায় কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করায় এবার এই বোর্ডে ৪ হাজার ৪শত ১১জন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্ত হয় এবং নকলের সুযোগ না থাকায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পরীক্ষার্থী এক পর্যায়ে আসিয়া পরীক্ষা 'ড্রপ' করে।

৪৫ তিনি জানান, ১৪ই নভেম্বর পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া কেন্দ্রের এইচ এস সি পরীক্ষার অপ্রকাশিত ফলাফল প্রকাশ করা হইয়াছে। পরীক্ষা চলাকালে অনিয়ম করার উক্ত কেন্দ্রের ফলাফল সাময়িকভাবে অপ্রকাশিত রাখা হয়। তবে পটুয়াখালী জেলার কেশবপুর কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীর (মোট ৩৮৬জন) পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিশেষ পরিদর্শক দলকে দায়িত্ব পালনে বাধাদানের অভিযোগে বোর্ডের পরীক্ষা কমিটির সভায় এই কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

প্রফেসর সালাম জানান, পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধ ছাড়াও সম্প্রতি এই বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অবৈধভাবে ছাত্র-ছাত্রী আমদানী করিয়া ভুয়া নিবন্ধনের মাধ্যমে পরীক্ষা দানের সুযোগ বন্ধ, যেখানে সেখানে গজাইয়া উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তদারকীকার্য জোরদার এবং দুর্নীতিবাজ একশ্রেণীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হইয়াছে।